• **ডাকযোগে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি (Data Collection Through Mail Survey) :** মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের পরিবর্তে ডাকযোগে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের ডাকযোগে প্রশ্নমালা পাঠানো হয়। এই প্রশ্নমালার সাথে থাকে প্রশ্নমালার উত্তর দেবার পদ্ধতি সংক্রান্ত লিখিত নির্দেশাবলী (Instructions) যেখানে গবেষণার উদ্দেশ্য, বিষয়, গবেষকের বা সংস্থার পরিচয় সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়। এছাড়া উত্তরপত্র ফেরত পাঠানোর ডাকটিকিট সহ খাম, উত্তরদাতাকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি পাঠানো হয়। নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার উত্তর দিয়ে সঠিক সময়ের মধ্যে প্রশ্নমালা ফেরত দেবার জন্য অনুরোধও করা হয়। Seltiz ডাকযোগে প্রশ্নমালা প্রেরণ সংক্রান্ত ৭টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

১। পৃষ্ঠপোষকতা (Sponsorship)

২। প্রশ্নমালার আকর্ষণীয়তা (Attractiveness)

৩। প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য (Length)

৪। সহযোগিতা সম্বন্ধীয় সহযোগী পত্র (Accompanying letter requesting cooperation)

৫। সপ্তাহ / মাস / বৎসর, কতদিনের জন্য প্রশ্নমালা পাঠানো হচ্ছে (Time of week / month/ year when question is mailed)

৬। প্রেরণের প্রকৃতি (Nature of Mailing)

৭। উত্তরপত্র ফেরত পাবার জন্য মনে করান (Nature of follow up)

প্রেরিত প্রশ্নমালার সুবিধা এবং অসুবিধা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সুবিধা :

১। সাশ্রয়ী : ডাকযোগে প্রশ্নমালা সাশ্রয়ী হয়ে থাকে। মুখোমুখি সাক্ষাৎ এর মত এই ক্ষেত্রে উত্তরদাতার বাড়ি যেতে হয না। মুখোমুখি সাক্ষাতের ক্ষেত্রে অনেক সময় একাধিক বার উত্তরদাতার বাড়ি যেতে হয়। সেই কারণে খরচ বাড়তে থাকে। কিন্তু প্রশ্নমালা প্রেরণের ক্ষেত্রে এই খরচ বেঁচে যায়।

২। সময় বাঁচায় : সাক্ষাৎকারের তুলনায় ডাকযোগে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া সময় সাশ্রয় করে। ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নমালা সাধারণত এক সপ্তাহের মধ্যে ফেরত পাওয়া যায়। অপরপক্ষে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে মাসাধিক সময় লেগে যায়।

৩। সুবিধাজনক : প্রেরিত প্রশ্নমালা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা নিজের সুবিধা অনুসারে উত্তর প্রদানের সুযোগ পান। কিন্তু সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে তাকে একেবারে একই সময় সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

৪। **উত্তরের হার বৃদ্ধি :** গবেষকের সামনে উত্তর দেবার বাধ্যবাধকতা না থাকায় ডাকযোগে প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে উত্তরের হার মুখোমুখি সাক্ষাৎ-এর তুলনায় বেশি হয়।

৫। **পক্ষপাতহীন :** ডাকযোগে প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা নিজের উত্তর লিখিত রূপে প্রেরণ করেন। তাই গবেষক কোনভাবে উত্তরকে প্রভাবিত করতে পারেন না।

৬। **দূরদুরান্তের সাথে যোগাযোগ স্থাপন :** ডাকযোগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে দূরের উত্তরদাতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়।

অসুবিধা :

১। **পরিধির সীমাবদ্ধতা :** ডাকযোগে প্রশ্নমালা শুধুমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক মানুষের থেকেই এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়।

২। **প্রশ্ন ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা :** ডাকযোগে প্রশ্নমালার আরো একটি সমস্যা হল এই পদ্ধতিতে প্রশ্নকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ উত্তরদাতা যদি কোন প্রশ্ন বুঝতে না পারেন, অথবা প্রশ্নের অর্থ বুঝতে ভুল করেন, তবে সেই প্রশ্নকে সঠিক করে উত্তরদাতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না এই পদ্ধতি মাধ্যমে।

৩। **ফেরত পাবার অনিশ্চয়তা :** ডাকযোগে প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে উত্তর ফেরত পাবার সম্ভাবনার হার হ্রাস পায়। কেন না অনেক ক্ষেত্রে উত্তরদাতার মৃত্যু, অনীহা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা উত্তরপত্র ফেরত পাবার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

৪। **পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না :** এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর গবেষকের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই এমন হতে পারে যে উত্তরদাতা নিজে উত্তর না দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে প্রশ্নমালা পূর্ণ করিয়ে তা ফেরত পাঠান।

৫। **উত্তরের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায় না :** ডাকযোগে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে গবেষক নিজে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকেন না। তাই উত্তরদাতার মৌখিক অঙ্গভঙ্গী অনুশীলন করে উত্তরের সত্যতা যাচাই করা যায় না।

• **পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method) :** অবাচনিক আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি অন্যতম পদ্ধতি হল পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মূলত ব্যবহার করা হয় ক্ষেত্র গবেষণায়। ক্ষেত্র গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের একটি অন্যতম পদ্ধতি হল পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সেই সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যেখানে সাক্ষাৎকার বা জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন গার্হস্থ্য হিংসার মত ঘটনা। যে সকল পরিবারে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা ঘটে সেই সকল পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করে কখনই জানা যায় না যে সেই পরিবারে পুত্রবধূর ওপর

শারীরিক অত্যাচারের ঘটনা ঘটে কিনা। এই সকল ক্ষেত্রে সেই পরিবারের সদস্যদের পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই বলা যেতে পারে যে পর্যবেক্ষণ হল এমন একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি যেখানে গবেষক সাধারণত গবেষণা পরিবেশের ওপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করে শুধুমাত্র আচরণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করেন। Hans Raj তার "Theory and Practice in Social Research" গ্রন্থে বলেছেন— "Observational method is a method under which data from the field is collected with the help of observation by the observer or by personally going to the field." Bernard S. Philips তার "Social Research : Strategies and Tactics" শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, "Observational method of data collection are techniques for gathering information without direct questioning on the part of the investigation." K. D. Bailey তার "Social Research" গ্রন্থে বলেছেন, "The observational method is the primary technique for collecting data on non-verbal behaviour." D. R. Cooper এবং P. Schindler তাঁদের "Business Research Method" গ্রন্থ বলেছেন যে পর্যবেক্ষণ হল এমন এক পদ্ধতি যেখানে গবেষণায় প্রশ্ন-উত্তরের উদ্দেশ্যে সুশৃঙ্খলভাবে পরিকল্পিত ও সম্পাদিত একটি বিজ্ঞান সম্মত তদন্ত করা হয় এবং যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংগঠিত ঘটনার বিশ্বস্ততা ও বৈধতা প্রদান করা হয়।

Bailey প্রধানত দুই প্রকার পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন।

১। অংশগ্রহণকারী (Participant) পর্যবেক্ষণ

২। অংশগ্রহণহীন (Non-participant) পর্যবেক্ষণ

অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষক নিজে গবেষণায় অংশগ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে গবেষক গবেষণা পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট গবেষণা বিষয়সমূহ/ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। গবেষক গবেষণায় অনুসন্ধানকারী গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণা পরিবেশ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

পর্যবেক্ষণের কারণে গবেষকদের বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে। Raymond Gold পর্যবেক্ষকের চার প্রকার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

১। সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী (Complete Participant)

২। অংশগ্রহণকারীরূপে পর্যবেক্ষক (Participant as Observer)

৩। পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণকারী (Observer as Participant)

৪। সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষক (Complete Observer)

সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী (Complete Participant) : এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে গবেষক নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে অন্য ভূমিকা গ্রহণ করে গবেষণা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং পুরোপুরি অনুসন্ধান গোষ্ঠীর সাথে মিশে যান। এই প্রকার পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এমন সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ সম্ভব হয় যা অন্যভাবে সম্ভব নয়। Rosenhan ১৯৮২ সালে মানসিক হাসপাতালগুলির চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অভিপ্রায়ে নিজে মানসিক রোগী হয়ে ভর্তি হন সত্য অন্বেষণে। গবেষণা অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীর সাথে এইভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ নিঃসন্দেহে কোন কোন গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। কিন্তু অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে এইভাবে অনুসন্ধানরত গোষ্ঠীর সাথে অন্তর্ভুক্তিকরণ গবেষণায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

অংশগ্রহণকারীরূপে পর্যবেক্ষক (Participant as Observer) : এই প্রক্রিয়ায় গবেষক সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীতে সম্পূর্ণরূপে অংশ গ্রহণ করে এবং এই গবেষক সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে নিজের পরিচয় এবং গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। যেমন গ্রামাঞ্চলের কোন বিদ্যালয়ের স্কুলছুট (Drop out) সংক্রান্ত বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য বিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন ভূমিকা গ্রহণ করে গবেষণা ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যেতে পারে।

পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণকারী (Observer as Participant) : এই প্রকার ভূমিকা বিশেষ করে সাংবাদিকেরা গ্রহণ করে থাকেন। এই প্রকার পদ্ধতি তাই সমাজতত্ত্বে বিশেষভাবে ব্যবহার হয় না।

সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষক (Complete Observer) : এই ক্ষেত্রে গবেষক কোনও রকম অংশগ্রহণ না করে পর্যবেক্ষণ করেন। গবেষণা সংশ্লিষ্ট সদস্যরা অনেক সময় জানতে পারে না যে তাদের নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে গবেষক দূর থেকে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে / ব্যক্তিকে আচরণ বিধি অনুশীলন করে লক্ষ করে তথ্য সংগ্রহ করেন।